গণ-প্রতিরোধের তিন ফলা: ঐক্য, পরিকল্পনা, শৃঙ্খলা

THE TRIFECTA OF CIVIL RESISTANCE: UNITY, PLANNING, DISCIPLINE

Hardy Merriman

opendemocracy.net, November 19, 2010
Translation: Rizwana Yousef, November 2018 (Evaluator: Asis Kumar Das)

গণ-প্রতিরোধের তিন ফলা: ঐক্য, পরিকল্পনা, শৃঙ্খলা

ওপেনডেমোক্রেসি-তে প্রকাশিত (http://www.opendemocracy.net)

গণ-প্রতিরোধের তিন ফলা: ঐক্য, পরিকল্পনা, শৃঙ্খলা

-- হার্ডি মেরিম্যান, ১৯ নভেম্বর ২০১০

তিনটি গুণাবলি বিশ্ব-জোড়া অহিংস আন্দোলনগুলির সাফল্য এবং ব্যর্থতার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে: ঐক্য, পরিকল্পনা এবং অহিংস শৃঙ্খলা।

লেখক পরিচিতি

হার্ডি মেরিম্যান ২০০৫ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত আইসিএনসি-তে কার্যক্রম ও গবেষণা পরিচালক ছিলেন। এ-ছাড়া তিনি জিন শার্প-এর লেখা *“ওয়েজিং ননভায়োলেন্ট স্ট্রাগল: টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি প্র্যাকটিস অ্যান্ড টোয়েন্ট-ফার্স্ট সেঞ্চুরি পোটেনশিয়াল”* বইটির সম্পাদনা করেছেন এবং *“এ গাইড টু ইফেকটিভ ননভায়োলেন্ট স্ট্রাগল”* বইটির সহ-লেখক ছিলেন।

কী দিয়ে অহিংস গণ-প্রতিরোধ আন্দোলন কার্যকর হয়ে ওঠে?

আমরা যদি এই স্বতঃসিদ্ধটি মেনে নিই যে, রাজনীতিতে “ক্ষমতা কখনো দেওয়া হয়নি, একে সব সময়ই নেওয়া হয়েছে”, তা হলে অবশ্যই সিদ্ধান্তটি হচ্ছে যে, ঐতিহাসিক অহিংস আন্দোলনগুলি যে সফলতা পেয়েছে তার কারণ হল, কোনো-না-কোনো ভাবে এগুলি এমন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে, যা তাদের বিরোধীদের চেয়ে বেশি ছিল।

এই সিদ্ধান্তটি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত একটি পূর্ব-মতের সঙ্গে সংঘাত করে এবং সেটা সম্পর্কে একটা সরাসরি প্রশ্নের মুখ খুলে দেয়। ওই পূর্ব-মতটি হল, ক্ষমতা অবশেষে বস্তুগত সম্পদ-সংস্থানের নিয়ন্ত্রণ এবং হিংসা চালানোর সামর্থ্য থেকে উৎসারিত হয়। যদি এই পূর্ব-

মতটি পুরোপুরি সঠিক হত, তা হলে অহিংস আন্দোলন উন্নততর অস্ত্রসজ্জিত ও সম্পদ-সংস্থানের অধিকারী বিরোধীদের বিরুদ্ধে চরম ভাবেই ব্যর্থ হত। যাই হোক, ইতিহাস স্বয়ং মানবজাতির মতোই বিচিত্র ধরনের সব নায়ক এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে গত এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ঘটে চলা অনেক সফল অহিংস সংগ্রামের এক কালপঞ্জি সামনে মেলে ধরেছে। এ-রকম কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল:

- ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকের দিকে ভারতীয়রা ব্যাপক অসহযোগে (অর্থনৈতিক বর্জন, স্কুল বর্জন, ধর্মঘট, কর দিতে অস্বীকার, গণ-আইন-অমান্য, পদত্যাগ) শামিল হয়ে তাদের স্বাধীনতা জিতে নেয়। এই আন্দোলনের কারণে ব্রিটিশদের পক্ষে ভারত শাসন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এবং পরিণামে এক সময় তারা ভারত ছাড়তে রাজি হয়;
- ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে মন্টগোমারি বাস বর্জন এবং ন্যাশভিল-এ দুপুরের খাবারের জায়গায় অবস্থান-বিক্ষোভের মতো অহিংস গণ-অভিযান চালিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার আন্দোলন সমান অধিকার অর্জন করে। এগুলি প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক বৈষম্য ব্যবস্থার দুর্বলতাকে কাজে লাগায় এবং দেশব্যাপী সাহায্য-সমর্থনকারীদের নজর কেড়ে নেয়;
- ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সালের ভিতরে ইউনাইটেড ফার্ম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ক্যালিফোর্নিয়ার আঙুর খেতের ধর্মঘট এবং বর্জনকে সফল ভাবে ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে নিজেরা ছোট্ট ও কার্যত অর্থ-সাহায্যহীন স্থানীয় সংগঠন থেকে বেড়ে উঠে জাতীয় পর্যায়ের একটি সংগঠনে পরিণত হয়;
- ১৯৮৬ সালে ফিলিপাইনসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মদতপুষ্ট একনায়কতন্ত্রী ফার্দিনান্দ মার্কোসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে লাখো মানুষের জমায়েত গড়ে তুলতে সক্রিয়-কর্মীরা সেনাবাহিনীর পক্ষত্যাগীদের সঙ্গে যোগ দেয়। এই অহিংস অভ্যুত্থানের ফলে মার্কোসের সামনে বিকল্প-উপায়গুলি খুব দ্রুত কমে যেতে থাকলে মার্কোস দেশ ছেড়ে পালায়;
- ১৯৮৮ সালে চিলির অগাস্তো পিনোচেতের বর্বর একনায়কতন্ত্রের চাপিয়ে দেওয়া ভয়কে কাটিয়ে চিলিবাসীরা তার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালায় এবং বিক্ষোভ দেখায়।

এ-সব কার্যকলাপ পিনোচেতের সাহায্য-সমর্থনের ভিতকে এতটাই দুর্বল করে দেয় যে, সংকটের চরম মুহূর্তে তার সামরিক চক্রের সদস্যরাও আর শেষ পর্যন্ত তার বিশ্বস্ত থাকেনি, আর সে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়;

- ১৯৮০ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত পোল্যান্ডবাসীরা *সংহতি* (*Solidarność*) আন্দোলনের অংশ হিসেবে একটা স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলে এবং সোভিয়েত শাসন থেকে তারা নিজেদের দেশকে মুক্ত করে আনে;
- ১৯৮৯ সালে চেকোস্লোভাকিয়াতে মখমল বিপ্লব (Velvet Revolution) নামে পরিচিত প্রতিবাদ এবং ধর্মঘটগুলি শান্তিপূর্ণ ভাবে কমিউনিজম থেকে উৎক্রমণ ঘটায়। ১৯৯১ সালে একই ধরনের কার্যকলাপ পূর্ব জার্মানি, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং এস্তোনিয়ায় শান্তিপূর্ণ উৎক্রমণ ঘটায়;
- ১৯৮০ সাল থেকে শুরু হওয়া ধর্মঘট, বর্জন, গণ-আইন-অমান্য এবং বহির্দেশীয় নিষেধাজ্ঞা ১৯৯০ সালের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের অবসান ঘটাতে একটা প্রধান ভূমিকা পালন করে;
- পরের দশকে, সার্বীয় (২০০০), জর্জীয় (২০০৩) এবং ইউক্রেনীয়রা (২০০৪) জালিয়াতি-করা নির্বাচনের ফলাফল আটকাতে বা প্রতিরোধ করতে সমাবেশিত হয়ে স্বৈর-শাসনের অবসান ঘটায়;
- ২০০৫ সালে, লেবাননিরা বিশাল অহিংস-বিক্ষোভের মাধ্যমে তাদের দেশে সিরীয় সেনাবাহিনীর দখলদারির অবসান ঘটায়;
- ২০০৬ সালে নেপালিরা জন-আইন-অমান্যে শামিল হয় এবং চাপ দিয়ে অসামরিক শাসন ফিরিয়ে আনে;
- ২০০৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত হিংসাত্মক সংগঠিত-বিদ্রোহ চলাকালীন এবং এক সামরিক শাসকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাকিস্তানি আইনজীবী, সুশীল সমাজের গোষ্ঠীগুলি এবং আম-নাগরিকরা একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ ফিরিয়ে আনার জন্য এবং জরুরি-অবস্থা জারির আইন বাতিলের জন্য চাপ তৈরি করতে সফল হয়।

জনগণ না মানলে, শাসকেরা শাসন চালাতে পারে না

এই সব ও অন্যান্য গণ-প্রতিরোধ আন্দোলনগুলি সফল হওয়ার কারণ এগুলির ভিত্তি ছিল ক্ষমতা সম্পর্কে একটি মৌলিক অন্তর্দৃষ্টি: অর্থাৎ, বিপুল-সংখ্যক আম-জনগণের নিরবচ্ছিন্ন সম্মতি, সহযোগিতা এবং আনুগত্যের ওপর একটি সমাজের প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠান, সংগঠন এবং ব্যবস্থা নির্ভরশীল। কাজেই, জনগণ যদি একটি সংগঠিত এবং সামগ্রিক-কৌশলগত উপায়ে তাদের সম্মতি এবং সহযোগিতা প্রত্যাহার করা বেছে নেয়, তা হলে তারা দমনমূলক ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। জনগণ যখন মানে না, তখন রাষ্ট্রপ্রধান, নগরপাল, প্রধান কার্যনির্বাহী, সেনাপ্রধান এবং অন্যান্য “ক্ষমতাধারীরা” আর বেপরোয়া ক্ষমতা ব্যবহার করে শাসন করতে পারে না।

এ-সব করার জন্য ধর্মঘট, বর্জন, জন-বিক্ষোভ, গণ-আইন-অমান্য, সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং আক্ষরিক অর্থে শত শত সৃজনশীল কার্যকলাপের মতো অহিংস বিশেষ-কৌশলগুলিই ছিল ব্যবহার-হওয়া হাতিয়ার। নেহাতই নৈতিক কারণে নয়, বরং বাস্তবধর্মী কারণেই এগুলি ব্যবহার হয়েছে। যারা গণ-প্রতিরোধকে গ্রহণ করেছেন, তারা দেখেছেন একই ধরনের সামগ্রিক-কৌশল অন্যান্য দেশে বা তাদের নিজেদের দেশের ইতিহাসে কাজ করে, এবং তারা স্বীকার করেছেন যে এই ধরনের প্রতিরোধের সাফল্য পাওয়ার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তাদের সামনে থাকা অন্যান্য বিকল্প-উপায়গুলির মধ্যে সব চেয়ে বেশি।

দক্ষতা এবং পরিস্থিতি

তবে এই সব প্রেরণাদায়ী অহিংস আন্দোলনের বিজয়ের মধ্যেও ইতিহাস ও সমসাময়িক বিশ্বে কিছু ব্যর্থ বা অসমাপ্ত আন্দোলনের উদাহরণও আছে। বিশ্ববাসী যেমন পোল্যান্ড আর চেকোস্লোভাকিয়ার অহিংস বিপ্লব দেখেছে, ঠিক একই বছরে তিয়েনয়ানমেন স্কোয়ারের গণহত্যাও দেখেছে তারা। গত দশকে বিপুল-সংখ্যক মানুষ বার্মা, জিম্বাবোয়ে, মিশর এবং ইরানে অহিংস বিশেষ-কৌশল ব্যবহার করেছে। কিন্তু আন্দোলনের লক্ষ্য এখনও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। পূর্ব তিমুরে সফল আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে গণ-প্রতিরোধ অপরিহার্য ছিল, কিন্তু সেটা অন্যত্র — প্যালেস্টাইন, পশ্চিম পাপুয়া, পশ্চিমাঞ্চলীয় সাহারা এবং তিব্বতে — দখলদারদের বিরুদ্ধে অসামরিক লোকনির্ভর আন্দোলনগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করলেও এই সংগ্রামগুলি অমীমাংসিতই থেকে যায়।

এগুলি এবং অন্যান্য ঘটনাগুলির মধ্যে পার্থক্যের কারণ কী ছিল?

এগুলি এবং অন্যান্য আন্দোলনগুলির সফলতা বা ব্যর্থতার পেছনের উপাদানগুলি এমন একটি বিষয় সম্পর্কিত, যেটা সম্পর্কে যুক্তিবাদী এবং ওয়াকিবহাল মানুষও ভিন্ন-মত দিতে পারেন।[১] প্রতিটি অবস্থাই অত্যন্ত জটিল এবং প্রত্যক্ষ কার্যকারণ-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করাও অত্যন্ত কঠিন। পণ্ডিত, সাংবাদিক এবং অন্যান্যদের কাছে যে-সব যুক্তি-তর্ক আমি প্রায়ই শুনি সেগুলি হচ্ছে যে, এই সব ও অন্যান্য প্রধানত অহিংস আন্দোলনগুলির গতিপথ এবং ফলাফল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নির্ধারিত হয়েছিল তাদের কাঠামো, পরিস্থিতি ও ব্যতিক্রমী কিছু পারিপার্শ্বিক অবস্থা দিয়ে, যার মধ্যে প্রতিটি আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে, যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে অহিংস আন্দোলন শুধু এমন সমাজগুলিতেই কার্যকরী যেখানে কোনো নিপীড়ক প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহার করতে ইচ্ছুক নয়। অন্যান্যরা দাবি করতে পারেন যে, নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক মানদণ্ড (যেমন অর্থনৈতিক মতাদর্শ, আয়ের স্তর, সম্পদ বণ্টন, একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপস্থিতি) এবং শিক্ষাগত স্তরগুলি সফল আন্দোলনের জন্য নির্ণায়ক। তা সত্ত্বেও অন্যদের দাবি, মহাক্ষমতাধরদের ভূমিকা এবং আঞ্চলিক আধিপত্য-শক্তি একটি আন্দোলনের ফলাফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্যান্য পরিবর্তীগুলির গুরুত্বকে প্রতিস্থাপন করে। জাতিগত বৈচিত্র্য, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জনসংখ্যার পরিমাণ, জমির আয়তন — সংখ্যায় এ-রকম অগুনতি অতিরিক্ত কাঠামো এবং পরিস্থিতির উল্লেখ কেউ করতে পারে। আর এ-ব্যাপারে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, এ-ধরনের অনেক পরিস্থিতিই কোনো নির্দিষ্ট আন্দোলনের গতিধারাকে প্রভাবিত করতে পারে।

কাঠামোগত এবং পরিস্থিতি-নির্ভর উপাদানগুলির বৈপরীত্যের সংমিশ্রণে সংঘাত চালিয়ে যাওয়ার জন্য রয়েছে কোনো আন্দোলনের দক্ষতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা উপাদানগুলি, অর্থাৎ, শিক্ষাবিদরা যাকে বলেন “অনুসংগঠন”। দক্ষতা এবং অনুসংগঠন সেই সব পরিবর্তীগুলির মধ্যে পড়ে যেগুলির উপর কোনো আন্দোলনের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আছে: আন্দোলনটি কোন সামগ্রিক-কৌশলকে বাছবে; কী ভাষায় জনগণকে সমাবেশিত করবে এবং তাদের জড়িত রাখবে; কী-ভাবে জোট তৈরি করবে; কোথায় ও কী-ভাবে তার প্রতিপক্ষকে নিশানা করবে; এবং অন্যান্য অসংখ্য সিদ্ধান্ত গণ-প্রতিরোধে শামিল হওয়ার সঙ্গে জড়িত।

আমার মতে, যারা অহিংস আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন এবং একে বিশ্লেষণ করেন, তাদের কাছে এ-সব দক্ষতা-ভিত্তিক উপাদানগুলি প্রায়শই তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কম গুরুত্ব পায় বা উপেক্ষিত হয়। এটা কেন হয় তা যদিও এই প্রবন্ধের বিষয় নয়, তা হলেও এর একটি

কারণ হতে পারে যে, অহিংস কার্যকলাপ কোন পূর্ব-ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সে-সম্পর্কে জনগণ সন্দিহান কিংবা জানে না — আর সেটা হল, যৌথ আচরণের বদলের মাধ্যমে দৃঢ়-সুরক্ষিত এবং নিপীড়ক প্রতিপক্ষের হাত থেকে ক্ষমতা পুনর্বণ্টিত হয়ে জনগণের আন্দোলনের হাতে চলে যেতে পারে। পরিবর্তে তারা ধরে নেয় যে, এই আন্দোলনে নিশ্চয়ই এমন কিছু বাহ্যিক পরিবর্তী বা অসাধারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা কাজ করে যা সেই সব ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে একে সম্ভবপর করে তোলে যেখানে এটি ঘটেছে।

যাই হোক, আমরা অনুসংগঠন এবং দক্ষতাগুলির গুরুত্বকে উপেক্ষা না করেই অহিংস আন্দোলনের গতিপথ এবং ফলাফলের ওপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষেত্রে কাঠামো ও পরিস্থিতিগুলির ভূমিকাকে গ্রাহ্য করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, অনুসংগঠন এবং দক্ষতা একটা ফারাক তৈরি করে দেয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলি প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলিকে বশে আনতে, মোকাবেলা করতে, কিংবা সেগুলির রূপান্তর ঘটাতে আন্দোলনগুলিকে সক্ষম করে তুলেছে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন ব্যবসায়িক বা সামরিক চিন্তাভাবনায়, দক্ষতা এবং অনুসংগঠনকে সাধারণ জ্ঞান হিসেবে এবং কখনো কখনো সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়। অহিংস সংগ্রাম কেন এ-দিক থেকে আলাদা কিছু হবে? কোনো সেনাবাহিনীর প্রধান বা কর্পোরেট সংস্থার প্রধান কার্যনির্বাহী শুনলে হেসে উঠবেন যদি তাদের বলা হয় যে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টার ফলাফলের ক্ষেত্রে সামগ্রিক-কৌশলের গুরুত্ব প্রান্তিক। জনগণ যদি ভাবত যে প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সব সময়ই বাস্তব পরিস্থিতিগুলি দিয়ে পূর্বনির্ধারিত, তা হলে সান ৎজু-র ধ্রুপদী সাহিত্য-কর্ম *দ্য আর্ট অফ ওয়ার* সবার কাছে এত পরিচিত হত না।

এই প্রবন্ধের শুরুর প্রশ্নে ফিরে আসা যাক — কী এমন আছে যা অহিংস আন্দোলনকে কার্যকর করে তোলে? ঐতিহাসিক আন্দোলনগুলি থেকে আহরিত সামগ্রিক-কৌশলগত পছন্দ এবং সর্বোত্তম অনুশীলনের মধ্যে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা শুরু করতে পারি। আন্দোলনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে এমন নানান বৈচিত্র্যময় অনুসংগঠন-ভিত্তিক উপাদান এবং দক্ষতা আছে। তবে (সহজ করার জন্য) আমরা যদি এগুলিকে ঝাড়াই-বাছাই করে অত্যাবশ্যক অল্প কয়েকটিতে নামিয়ে আনি, তা হলে সফল অহিংস আন্দোলনের তিনটি গুণাবলি দেখতে পাব: ঐক্য, পরিকল্পনা এবং অহিংস শৃঙ্খলা।

ঐক্য, পরিকল্পনা এবং শৃঙ্খলা

প্রথম নজরে এই সব গুণাবলির গুরুত্ব স্বতঃপ্রমাণিত বলে মনে হতে পারে। তা হলেও, যখন কেউ আন্দোলনগুলিকে প্রধানত বিশেষ-কৌশলগত এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তলে দেখে, তার কাছে কখনো কখনো এই সব গুণাবলির গভীরতা এবং এগুলির সর্বব্যাপী ব্যঞ্জনা হারিয়ে যায়। প্রতিটিই ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

ঐক্য যে গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ হল, একটি সমাজের বিভিন্নমুখী ক্ষেত্রের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অহিংস আন্দোলনগুলি শক্তি পায়। সহজ কথায় বললে, সংখ্যাটা একটা ব্যাপার। একটি আন্দোলনকে যত বেশি জনগণ সমর্থন করবে, এর বৈধতা, ক্ষমতা এবং বিশেষ-কৌশলগত দক্ষতার ভাণ্ডার ততই বাড়বে। সফল আন্দোলনগুলি তাই অবিরাম ভাবে তাদের সমাজের নতুন গোষ্ঠীগুলিকে আলিঙ্গন করে। যেমন, পুরুষ ও নারী; যুবা, প্রাপ্তবয়স্ক ও বয়োজ্যেষ্ঠ; শহর ও গ্রামের জনসমষ্টি; সংখ্যালঘু; বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য; কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী এবং পেশাদার; ধনী, মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন অর্থনৈতিক স্তরের মানুষ, পুলিশ, সৈনিক, এবং বিচার বিভাগীয় সদস্য সহ অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি।

সফল আন্দোলনগুলি আবার অবিরাম ভাবে তাদের বিরোধীর সাহায্য-সমর্থনকারীদের দিকেও হাত বাড়িয়ে দেয়। কারণ এগুলি বোঝে যে, একটি ঐক্যবদ্ধ করতে পারার মতো দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে অব্যাহত গণ-প্রতিরোধের শক্তিগুলির একটি হচ্ছে তার বিরোধী পক্ষের সারিগুলির ভিতরে বিশ্বস্ততা-বদল এবং পক্ষত্যাগ ঘটানোর সক্ষমতা। উদাহরণ হিসেবে, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য-বিরোধী আন্দোলনে জাতীয় পুনর্মীমাংসার আহ্বানের সঙ্গে মিলিত ভাবে তাদের চলতে-থাকা পুরজীবন বিপর্যস্ততা ব্যাপক সমর্থন অর্জন করতে পেরেছিল এবং পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে পেরেছিল। এমনকী কিছু সাদা সমর্থকও এতে যোগ দেয় যারা আগে বর্ণবিদ্বেষী রাষ্ট্রের সমর্থনে ছিল।

নিজেদের আন্দোলনের গতিধারা কোন খাতে মোড় নেওয়া উচিত সে-সম্পর্কে অহিংস আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই জটিল সিদ্ধান্তও নিতে হবে। এটা করার জন্য *সামগ্রিক-কৌশলগত পরিকল্পনার* কেন্দ্রীয় গুরুত্ব রয়েছে। কারোর উদ্দেশ্যের যোগ্যতা বা কারোর বিরোধী পক্ষের নৈতিকতার দিক থেকে অসমর্থনযোগ্য কাজকর্ম যাই হোক না কেন, স্বতঃস্ফূর্ত এবং তাৎক্ষণিক ভাবে গড়ে তোলা প্রতিরোধের কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে সাধারণত পুরোপুরি নিপীড়নকে রোধ করা যায় না, তা সেই কাজকর্ম যত ভালো ভাবেই প্রয়োগ করা

হয়ে থাকুক। বরং যখন তারা নিশানায় এবং মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য সমাজে জনগণের মাধ্যমে গণ-প্রতিরোধকে কী করে সুচারু ভাবে সংগঠিত করা যায় এবং তা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় তার পরিকল্পনা করে, তখনই আন্দোলনগুলি গুরুত্ব পায়। কোন বিশেষ-কৌশলগুলি ব্যবহার করতে হবে এবং সেগুলি কী-ভাবে পর্যায়-বিন্যস্ত করতে হবে তা স্থির করা; আন্দোলন যে-জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করতে চায় তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষোভগুলির উপর ভিত্তি করে পরিবর্তনের জন্য মতামতগুলিকে বিকশিত করা ও জাগিয়ে তোলা; বিশেষ-কৌশলগুলি দিয়ে কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা গোষ্ঠীদের নিশানা করতে হবে এবং কোন স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদি অভিলক্ষ্যগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তার পরিকল্পনা করা; এবং জোটগুলি নিয়ে যাতে দরকষাকষি করা যায় এবং সেগুলি বানানো যায় তার জন্য যোগাযোগের পথ তৈরি করা — এগুলি হচ্ছে এমন কয়েকটি বিষয়, যাদের ঘিরে অহিংস আন্দোলনগুলিকে অবশ্যই সৃজনশীল ভাবে সামগ্রিক-কৌশল রচনা করতে হবে। এ-সব করার জন্য অহিংস সংগ্রাম যেখানে সংঘটিত হয় সেখানকার অবস্থার সর্বাঙ্গীন বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কার্যকরী আন্দোলনগুলি নিজেদের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কোনো সংঘাতের ধারার মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিক বা অ-আনুষ্ঠানিক ভাবে তথ্য সংগ্রহ করে, তৃণমূল পর্যায়ে থাকা জনগণের কথা শোনে এবং সংঘাতের সময় তাদের নিজেদের, তাদের প্রতিপক্ষদের, এবং না-অঙ্গীকারবদ্ধ তৃতীয় পক্ষগুলিকে ক্রমাগত বিশ্লেষণ করে।

সব শেষে, একটি সামগ্রিক-কৌশল শুধু তখনই কার্যকরী হয়, যখন তা সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হয়। একটি অহিংস আন্দোলনে শৃঙ্খলার ব্যর্থতার সব চেয়ে বড় ঝুঁকিটি হল, কিছু সদস্য সহিংস হয়ে উঠতে পারে। কাজেই *অহিংস শৃঙ্খলা* — এমনকী প্ররোচনার মুখেও জনগণের অহিংস থাকতে পারার সক্ষমতা — অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায়শই অবিরাম সঞ্চারিত হয়। এর কিছু ব্যবহারিক কারণও রয়েছে। একটি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের ঘটানো হিংসাত্মক ঘটনা আন্দোলনের বিরোধীদের হাতে দমনপীড়ন চালানোর অজুহাত তুলে দিয়ে নাটকীয় ভাবে আন্দোলনটির বৈধতা কমিয়ে দিতে পারে। তা ছাড়া, সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে অহিংস-থাকা একটি আন্দোলনের কাছে তার সংগ্রামের ধারার মধ্যে দিয়ে — এমনকী কোনো প্রতিপক্ষের সাহায্য-সমর্থনকারীরা সহ — ব্যাপক সম্ভাব্য মিত্রদের কাছে আবেদন রাখার অনেক বেশি সুযোগ থাকে।

এ-সব গুণাবলির পরিপূর্ণ অন্বেষণ করে অনেক বই লেখা যেতে পারে, এবং অহিংস প্রতিরোধের বিষয়টি তার যোগ্য এবং এ-নিয়ে ক্রমাগত আরও সুসম্বদ্ধ সমীক্ষা হয়ে চলেছে। যে প্রতিটি আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করছে তা এই পরিঘটনাটির যৌথ উপলব্ধিতে এক জ্ঞানসম্ভার সংযোজন করে চলেছে, তা হলেও এই ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপের কলা ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত অনেক কিছুই শনাক্ত করা এবং বিকশিত করা এখনও বাকি থেকে গেছে।

তবে এই তিনটি গুণাবলি — ঐক্য, পরিকল্পনা এবং শৃঙ্খলা —এরা চিরন্তন, এবং এগুলি নিজ গুণেই এমন এক সাধারণ রূপরেখা জুগিয়ে দেয়, যার মাধ্যমে আন্দোলনের সদস্য ও সাহায্য-সমর্থনকারীরা, এবং একই সঙ্গে যারা এই আন্দোলন নিয়ে লেখে এবং সমীক্ষা চালায় তারাও খুব দ্রুত কোনো আন্দোলনের অবস্থা পরিমাপ করতে পারবে। এটি কি ঐক্যবদ্ধ? এর কি কোনো পরিকল্পনা আছে? এটি কি সুশৃঙ্খল? অহিংস কার্যকলাপে যারা এই সব নীতি-আদর্শগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছে তাদের কার্যকলাপ ইতিমধ্যেই একটি আরও শান্তিপূর্ণ এবং যথাযথ বিশ্ব গড়ে তোলার পথ আলোকিত করে তুলেছে। ভবিষ্যৎ তাদের হাতেই রূপায়িত হবে, যারা এগুলি চালিয়ে নিয়ে যাবে।

---

[১]এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য অনুযায়ী, যে-সব আন্দোলন তাদের ঘোষিত অভিলক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে তাদের আমি “সফল” আন্দোলন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছি, এবং যে-সব আন্দোলন তাদের ঘোষিত অভিলক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি তাদের আমি “ব্যর্থ” হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছি। এই সংজ্ঞায় একটা কালসীমিত উপাদান আছে। একটি সফল আন্দোলন তার ঘোষিত অভিলক্ষ্য অর্জন করতে পারে (যেমন: ২০০৪ সালে ইউক্রেনের কমলা আন্দোলন (Orange movement)), কিন্তু ঠিক আসন্ন বছরগুলিতে ওই আন্দোলনের সামনে আসা চ্যালেঞ্জগুলি ওই সাফল্য অর্জনের পথে পিছু হটার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে (ইউক্রেনের এই ঘটনা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য ২০১০ সালের ১৭ নভেম্বরে ওপেনডেমোক্রেসি-তে প্রকাশিত ওলেনা ট্রেগাব এবং ওকসানা শুলারের লেখা ‘দ্য স্ট্রাগল আফটার পিপল পাওয়ার উইনস’ প্রবন্ধটি দেখুন)। উলটো ভাবে, যে আন্দোলন তার ঘোষিত

অভিলক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয় (যেমন ১৯৮৯ সালে চিনের গণতন্ত্রকামী আন্দোলন) তা ঠিক আসন্ন বছরগুলিতে সমপার্শ্বিক প্রভাব তৈরি করতে পারে, যা গঠনমূলক ভাবে আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে দেয় (চিনের বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য, ২০১০ সালের ১৭ নভেম্বরের ওপেনডেমোক্রেসিতে প্রকাশিত লেস্টার কুর্টজ-এর "রিপ্রেসন'স প্যারাডক্স ইন চায়না" প্রবন্ধটি দেখুন)। একটি নির্দিষ্ট আন্দোলনের 'সফল' বা 'ব্যর্থ' হিসেবে শ্রেণিকরণকে মোটেই পরিবর্তন না করলেও, এই পরবর্তী প্রভাবগুলি খুবই ক্ষমতাধর হতে পারে এবং ফলে সেগুলি তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।